أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/١)

www.motaher21.net

وَمَآ أَنفَقْتُم

তোমরা যে ব্যয়ই করো।

Whatever you spend.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭০

وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُهٗ وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছো এবং যা মানতও করেছো আল্লাহ তা সবই জানেন। আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৭১

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ یُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَیِّاٰتِكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ

যদি তোমাদের দান-সাদ্‌কাগুলো প্রকাশ্যে করো, তাহলে তাও ভালো, তবে যদি গোপনে অভাবীদের দাও, তাহলে তোমাদের জন্য এটিই বেশী ভালো। এভাবে তোমাদের অনেক গোনাহ নির্মূল হয়ে যায়।আর তোমরা যা কিছু করে থাকো আল্লাহ অবশ্যি তা জানেন।

২৭০ ও ২৭১ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা 'আলা মু' মিনদেরকে দান করার প্রতি আহ্বান করার পর সকলকে জানিয়ে দিচ্ছেন তোমরা যা দান কর বা মানত কর সব আল্লাহ তা 'আলা জানেন।

মানত হল: এ রূপ বলা, আমার অমুক কাজ হাসিল হলে বা অমুক বিপদ থেকে মুক্ত হলে এরূপ কিছু আল্লাহ তা 'আলার রাস্তায় দান করব। এটা পূরণ করা জরুরী। মানত একটি ইবাদত, তা একমাত্র আল্লাহ তা 'আলাকে রাজি-খুশী করার জন্য হতে হবে।

আল্লাহ তা 'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে খুশি করার জন্য বা অন্য কারো নামে মানত করলে তা হবে শির্কে আক্কার। আমাদের দেশে অনেক মানুষ মানত করে এভাবে যে, আমার অমুক কাজ হলে আমি অমুক মাজারে ও অমুক বাবাকে এত টাকা বা একটি খাসি বা গরু দান করব। আমি এ বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আমার পীর সাহেবকে একটি বড় ষাঁড় দেব ইত্যাদি।

এ সবই শির্কে আকবার। অনুরূপভাবে কোন অবৈধ কাজে মানত করা যাবে না। যেমন এরূপ বলা যে, আমার এরূপ হলে চুরি করব, ডাকাতি করব, মাজারে সিজদাহ করব, দরগাহ শরীফে সিন্নি পোলাও দেব ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

আল্লাহ তা 'আলার অবাধ্য কাজে কোন মানত নেই। (সহীহ মুসলিম হা: ১৬৪১)

অতঃপর আল্লাহ তা 'আলা দান করার দু' টি পদ্ধতির কথা বলেছেন।

১. প্রকাশ্য দান: নিজে প্রকাশ্যে দান করে যদি কাউকে উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে ভাল। আর যদি লোক দেখানোর জন্য হয় তাহলে হারাম। সেক্ষেত্রে গোপনে দান করাই শ্রেয়।

২. অপ্রকাশ্যে দান: যদি প্রকাশ্যে দান করলে মনে লোক দেখানোর ভাব চলে আসে তাহলে গোপনে দান করা শ্রেয়। অন্যথায় দু' ভাবেই দান করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যারা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া তলে স্থান পাবে তাদের একশ্রেণী হল এমন লোক যাদের ডান হাত কী ব্যয় করে বাম হাত জানে না। অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে না। (সহীহ বুখারী হা: ১৪২৩, ৬৬০, ২৮০৬)

আল্লাহর পথে ব্যয় করা হোক বা শয়তানের পথে, আল্লাহর জন্য মানত করা হোক বা গায়রুল্লাহর জন্য, উভয় অবস্থায়ই মানুষের নিয়ত ও তার কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। যারা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং তাঁর জন্যই মানত করে তারা তাদের প্রতিদান পাবে। আর যেসব জালেম শয়তানের পথে ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য মানত করে, তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার সাধ্য কারো নেই।মানত বলা হয় নজরানাকে। কোন একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানুষ যখন নিজের ওপর এমন কোন ব্যয়ভার বা সেবাকে ফরয করে নেয়, যা তার ওপর ফরয নয় তখন তাকে মানত বলে। এই মনোবাঞ্ছা যদি কোন হালাল জিনিস সম্পর্কিত হয় এবং তা আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়ে থাকে আর তা পূর্ণ হবার পর যে কাজ করার অঙ্গীকার করা হয় তা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরণের নজরানা ও মানত হবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন। এই মানত পূর্ণ করলে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করা যাবে। যদি এই ধরনের মানত না হয়, তাহলে তা নিজেই নিজের ওপর আরোপিত গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তা পূর্ণ করলে অবশ্যি আযাবের অংশীদার হতে হবে।

যে দান-খয়রাতটি করা ফরয সেটি প্রকাশ্যে করাই উত্তম। অন্যদিকে ফরয নয় এমন দান-খয়রাত গোপনে করাই ভালো। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। ফরযগুলো প্রকাশ্যে এবং নফলগুলো গোপনে করাই উত্তম হিসেবে বিবেচিত।

অর্থাৎ লুকিয়ে সৎকাজ করলে মানুষের আত্মা ও নৈতিক বৃত্তির অনবরত সংশোধন হয়ে থাকে। তার সৎগুণাবলী বিকাশ লাভ করতে থাকে। তার দোষ, ত্রুটি ও অসৎবৃত্তিগুলো ধীরে ধীরে নির্মূল হতে থাকে। এই জিনিসটি তাকে আল্লাহর এমন প্রিয়ভাজন করে তোলে, যার ফলে তার আমলনামায় যে সামান্য কিছু গোনাহ লেখা থাকে, তার এই সৎগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহান আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দেন।

'যা কিছু তোমরা ব্যয় কর' বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা হয়েছে, অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

মানত’ শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। মানত বলতে বুঝায় - কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন কাজ করার শর্ত করা। যেমন, ‘যদি আমার সন্তান হয় তাহলে আমি হজ করব" বা “যদি আমার ব্যবসায় সাফল্য আসে তবে আমি এত টাকা দান করব’ ইত্যাদি। মূলতঃ মানত পূরণ করা ইবাদাত। কিন্তু মানত করা ইবাদাত নয়। মানত করার ব্যাপারে শরীআত কাউকে উৎসাহ দেয়নি। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘মানত কারো জন্য ভাল কিছু নিয়ে আসে না বরং মানত কৃপণের সম্পদ থেকে কিছু বের করে’। [বুখারীঃ ৬৬০৮, ৬৬৯২, ৬৬৯৩]

তাই মানত করার চেয়ে যে ‘ইবাদাতের মানত করার ইচ্ছা করেছে, মানত না করে সে ইবাদাত পালন করে তার অসীলায় দো'আ করাই শরীআত নির্দেশিত সঠিক পন্থা। এজন্য শরীআতে মানত করা থেকে নিষেধ এসেছে। কিন্তু যদি কেউ মানত করে, তারপর যদি কাজটা সৎকাজ হয় তবে তা পূরণ করা ওয়াজিব। আর যদি অসৎকাজ হয় তাহলে তা পূরণ করা যাবে না। যেমন, কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হজ করার মানত করলে তাকে হজ করে মানত পূরণ করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মাযারে বা পীরকে কিছু দেয়ার মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয হবে না। কেননা, তা শির্ক।

نَذر 'নযর' তথা মানত করা বলতে এই নিয়ত করা যে, আমার অমুক কাজটা যদি হয়ে যায় অথবা অমুক বিপদ থেকে যদি আমি মুক্তি পাই, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় এতটা পরিমাণ আমি সাদাকা করব। এই মানত পূরণ করা জরুরী। তবে কোন অবাধ্যতা অথবা অবৈধ কাজের মানত করে থাকলে তা পূরণ করা বৈধ নয়। মানত করাও নামায-রোযার মত একটি ইবাদত। কাজেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করলে সেটা তারই ইবাদত বলে গণ্য হবে, আর তা হবে শিরক। যেমন বর্তমানে অনেক প্রসিদ্ধ কবরসমূহে গিয়ে মানত করে সেখানে ব্যাপকহারে নযরানা পেশ করা হয়। মহান আল্লাহ এই ধরনের শিরক থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

মহান আল্লাহ্ সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেকটি দান, প্রতিজ্ঞা বা নযর ও ভালো কাজের খবর রাখেন। তাঁর যেসব বান্দা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে, স্বীয় সৎকাজের প্রতিদানের আশা রাখে, তাঁর ওয়া ‘দার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, তাদেরকে তিনি উত্তম প্রতিদান দিবেন। পক্ষান্তরে যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করবে, তাঁর সাথে অন্যদেরও উপাসনা করবে, তারা অত্যাচারী। কিয়ামতের দিন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই দিন এমন থাকবে না যে তাদেরকে ঐ শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারে বা কোন সাহায্য করতে পারে।

প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য দান করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿ اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَ تُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ﴾

প্রকাশ্যভাবে দান করাও ভালো এবং গোপনে দরিদ্র ও মিসকীনদেরকে দেয়াও উত্তম। কেননা গোপন দানে রিয়াকারী বহু দূরে সরে থাকে। তবে যদি প্রকাশ্য দানের ব্যাপারে দাতার মহৎ কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটা অন্য কথা। যেমন তার উদ্দেশ্য এই যে, তার দেখাদেখি অন্যরাও দান করবে ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

‘প্রকাশ্য দানকারী উচ্চ শব্দে কুর’আন পাঠকের ন্যায় এবং গোপনে দানকারী ধীরে ধীরে কুর’আন পাঠকের ন্যায়।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাঊদ২/৩৮/১৩৩৩, জামি‘ তিরমিযী-৫/১৬৫/১৯১৯, সুনান নাসাঈ -৫/৮৪/২৫৬০, মুসনাদ আহমাদ -৪/১৫১, ১৫৮) কুর’আন মাজীদের এই আয়াত দ্বারা গোপন দানের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

‘কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (২) সেই নব-যুবক যে তার যৌবন মহান আল্লাহ্র ‘ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। (৩) ঐ দুই ব্যক্তি যারা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই ভালোবাসা রেখেছেন, ঐ জন্যই তারা একত্রিত থাকে এবং ঐ জন্যই পৃথক হয়। (৪) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদ হতে বের হওয়া থেকে পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত মাসজিদে সংযুক্ত থাকে। (৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে মহান আল্লাহ্র যিকর করে, অতঃপর তার নয়নযুগল হতে অশ্রু ধারা নেমে আসে। (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে একজন বংশ মর্যাদা ও সৌন্দর্যের অধিকারিনী নারী নির্লজ্জতার কাজে আহ্বান করে তখন সে বলে, নিশ্চয়ই আমি সারা জগতের রাব্ব মহান আল্লাহ্কে ভয় করি। (৭) ঐ ব্যক্তি যে এতো গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না।’ (সহীহুল বুখারী-২/৭১৫/৯১, ফাতহুল বারী -৩/৩৪৪, সহীহ মুসলিম-২/৭১৫, জামি‘ তিরমিযী-৪/৫১৬/২৩৯১, সুনান নাসাঈ -৮/৬১৩/৫৩৯৫, মুসনাদ আহমাদ -২/৪৩৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَتَعَجَّبَتِالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَلْقِ الْجِبَالِ، فَقَالَتْ :يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ :نَعَمْ، الْحَدِيدُ .قَالَتْ :يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ :نَعَمْ، النَّارُ. قَالَتْ :يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ :نَعَمْ، الْمَاءُ .قَالَتْ :يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ :نَعَمْ، الرِّيحُ .قَالَتْ :يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ :نَعَمْ، ابنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَيُخْفِيهَا مِنْ شَمَالِهِ.

‘যখন মহান আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন পৃথিবী দুলতে আরম্ভ করে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীর মধ্যে গেড়ে দেন। ফলে পৃথিবীর ক◌াপন থেমে যায়। মহান আল্লাহ্ পর্বতরাজীকে এতো শক্ত করে সৃষ্টি করেছেন দেখে ফিরিশতাগণ মহান আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেনঃ হে মহান আল্লাহ্! আপনার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে পর্বত অপেক্ষা শক্ত আর কিছু আছে কি? মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হ্যাঁ লৌহ রয়েছে, এর চেয়ে শক্ত হচ্ছে অগ্নি এর চেয়ে শক্ত পানি, এর চেয়ে শক্ত বাতাস। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ হে মহান আল্লাহ্! বাতাস অপেক্ষা শক্ত অন্য কিছু আছে কি? মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হ্যাঁ সেই আদম সন্তান যে এমন গোপন দান করে যে, তার দক্ষিণ হস্ত যা খরচ করে বাম হস্ত তা জানতে পারে না। আয়াতুল কুরসীর তাফসীরে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, উত্তম দান হচ্ছে এটাই যা গোপন কোন অভাবগ্রস্তকে দেয়া হয় এবং মালের স্বল্পতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্র পথে খরচ করা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। (ইবনু আবী হাতিম, মুসনাদ আহমাদ -৩/১২৪, জামি ‘ তিরমিযী-৫/৪২৩/৩৩৬৯) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

صَدَقَةُالسِّرِّتُطْفِئُغَضَبَالرَّبِّعَزَّوَجَلَّ.

‘গোপন দান মহান আল্লাহ্র ক্রোধ প্রশমিত করে।’ (হাদীসটি হাসান। জামি ‘ তিরমিযী-৩/৫২/৬৬৪, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ-৩/১১৫, সিলসিলাতুস সহীহাহ-১৯০৮) শা ‘বী (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আবূ বাকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ‘উমার ফারুক (রাঃ) -এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। ‘উমার (রাঃ) তো তার অর্ধেক মাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর খিদমতে এনে হাজির করেন। আর আবূ বাকর (রাঃ) বাড়ীতে যা ছিলো সবই এনে উপস্থিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘উমার (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ পরিবারবর্গের জন্য কিছু রেখে এসেছো কি? ‘উমার (রাঃ) উত্তর দেনঃ এতোটিই ছেড়ে এসেছি। আবূ বাকর (রাঃ) -এর এটা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিলো না এবং গোপনে সবকিছু তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাকেও যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন তখন বাধ্য হয়ে তিনি বলেনঃ মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর অঙ্গীকারই যথেষ্ট। একথা শুনে ‘উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ হে আবূ বাকর (রাঃ) ! যে কোন সৎ কার্যের দিকে আমরা অগ্রসর হয়েছি, আপনাকে অগ্রেই দেখেছি। এই আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ দান। ফরয হোক, নফল হোক, যাকাত হোক বা খায়রাত হোক, প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করা উত্তম। কিন্তু ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নফল দান গোপনে দেয়ার ফযীলত সত্তরগুণ : কিন্তু ফরয দান অর্থাৎ যাকাত প্রকাশ্যে দেয়ার ফযীলত পঞ্চাশগুণ।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ‘দানের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ও অন্যায় দূর করে দিবেন, বিশেষ করে যখন গোপনে দান করা হবে। এর বিনিময়ে তোমরা বহু সুফল প্রাপ্ত হবে। এর দ্বারা তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে।’ ‘ইউকাফ্ফেরু’ শব্দকে ইউকাফ্ফের পড়া হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ এটা শর্তের জবাবের স্থলে عَطْف হবে, যা হচ্ছে (২নং সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত-২৭১) فَنِعِمَّاهِيَ

শব্দটি। যেমন فَاَصَّدَّقَوَاَكُنْ -এর মধ্যে (৬৩ নং সূরাহ আল মুনাফিকূন, আয়াত-১০) اَكُنْ শব্দটি রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ‘তোমাদের কোন পাপ ও সাওয়াবের কাজ, দানশীলতা ও কার্পণ্য, গোপনীয় ও প্রকাশ্য, সৎ উদ্দেশ্য ও দুনিয়া অনুসন্ধান প্রভৃতি কিছুই মহান আল্লাহ্র অজানা নেই। সুতরাং তিনি পূর্ণভাবে প্রতিদান প্রদান করবেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মানত একটি ইবাদত। তা একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার জন্যই হতে হবে।

২. প্রকাশ্যে দান করা শ্রেয় যদি লোক দেখানোর জন্য না হয়।

৩. গোপনে দান করা শ্রেয় যদি লোক দেখানোর ভয় অন্তরে থাকে।

৪. দান-সদাকার মাধ্যমে খারাপ আমলের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।